মূল বইয়ের অতিরিক্ত অংশ

চতুর্দশ অধ্যায়: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল (১৯৭২-১৯৭৫)

পরীক্ষায় কমন পেতে আরও প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ▶১ প্রথম আলো পত্রিকায় রোহিঙ্গাদের প্রকাশিত খবর পড়ে নীলার খুব খারাপ লাগে। নীলা তার বাবাকে প্রশ্ন করে আচ্ছা বাবা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মানুষেরও কি একই রকম অবস্থা হয়েছিল? বাবা বলেন এমন অবস্থাই হয়েছিল। তবে বাংলাদেশে এমন একজন নেতা ছিলেন, যিনি বাংলাদেশকে শত্রুদের হাত থেকে স্বাধীনও করেছেন আবার কৃষি, শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনর্গঠন করে এদেশকে নতুন রূপদান করেছেন। *◀ শিখনফল-২*

ক. গণপরিষদের প্রথম স্পিকার কে? ১

খ. মুক্তিযুদ্ধের সময় ছাত্র-শিক্ষকদের অবদান ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে যে নেতার কথা বলা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধে তার অবদান ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে উক্ত মহান নেতা কীভাবে দেশ গঠনে অবদান রেখেছিলেন? বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক গণপরিষদের প্রথম স্পিকার শাহ আবদুল হামিদ।

খ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র-শিক্ষকদের অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ছাত্রসমাজের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা সৃষ্টিতে শিক্ষকদের অবদান অপরিসীম। বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাদের প্রেরণায় পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রাথমিক প্রতিরোধ গড়ে তোলায় ছাত্ররা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পাশপাশি স্কুলপড়ুয়া কিশোররাও এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। তাদের অনেকে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিতে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে চলে যায় এবং ফিরে এসে অসীম সাহস ও মনোবলের সাথে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

গ স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি হিসেবে উদ্দীপকে উল্লিখিত মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কৃতিত্ব অপরিসীম।

বঙ্গবন্ধুর সারা জীবনের কর্মকাণ্ড, আন্দোলন, সংগ্রাম নির্দেশিত হয়েছে বাঙালি জাতির মুক্তির লক্ষ্যে। এই লক্ষ্য নিয়ে তিনি ১৯৪৮ সালে ছাত্রলীগ এবং ১৯৪৯ সালে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। '৪৮ ও ৫২'র ভাষা আন্দোলনে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদান, ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খানের সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৬৬ সালে 'আমাদের বাঁচার দাবি ছয় দফা' কর্মসূচি পেশ ও ছয় দফা ভিত্তিক আন্দোলন, ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নজিরবিহীন বিজয়, ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা ও স্বাধীনতা অর্জনে একচ্ছত্র ভূমিকা পালন করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পাকিস্তানের ২৪ বছরের শাসনের মধ্যে তিনি ১২ বছর কারাগারে কাটিয়েছেন। ২৬ মার্চে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে তিনি বাঙালি জাতির স্বাধীনতার দ্বার উন্মোচন করেন। তার নামেই আমাদের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়। তিনি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক।

সুতরাং বলা যায়, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে উদ্দীপকে ইঙ্গিতকারী মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান অপরিসীম ও অনস্বীকার্য।

ঘ অক্লান্ত পরিশ্রম, ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও সুপরিকল্পনার দ্বারা যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশ গঠনে অবদান রেখেছিলেন।

বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধ বিধ্বস্ত সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রের পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেন। ১৯৭২ সালের শুরুতে পুনর্বাসন কার্যক্রমের জন্য সরকারি হিসেবে মাসিক ভিত্তিক এক চাহিদাপত্র করা হয়। তিনি কৃষির উন্নয়নে ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফসহ পূর্বের সমস্ত খাজনা মওকুফ করে দেন। শিক্ষাক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু জরুরি ভিত্তিতে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি ৯০০ কলেজ ভবন ও ৪০০ হাইস্কুল পুনর্নির্মাণ করেন। এছাড়া নতুন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে পুনর্গঠনের লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে সরকার পরিকল্পনা কমিশন গঠন করে। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন দারিদ্র্য হ্রাস, প্রবৃদ্ধির হার ৩% থেকে ৫.৫% এ উন্নীত করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় ধ্বংসপ্রাপ্ত সকল ব্রিজ, সেতু ১৯৭৪ সালের মধ্যে সন্তোষজনক অবস্থায় উন্নীত করা হয়। দেশকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য সংবিধান প্রণয়ন করা হয়। ফলে খুব দ্রুত বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ সমৃদ্ধি লাভ করে।

পরিশেষে বলা যায়, অক্লান্ত পরিশ্রম ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার দ্বারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন।

প্রশ্ন ▶২ বরকতপুর উন্নয়ন সংস্থা একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কিছু নিয়মনীতি তৈরি করা হয়। নিয়মগুলোর ৪টি ভাগ, ২৫টি অনুচ্ছেদ ছিল। ১ম ভাগে প্রতিষ্ঠানের কাজ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, ২য় ভাগে প্রতিষ্ঠান পরিচালনার মূলনীতি, ৩য় ভাগে অপরাধের শাস্তি ও ৪র্থ ভাগে অন্যান্য বিষয়াবলি আলোচনা করা হয়েছে। এ নিয়মনীতিগুলো একটি লিখিত দলিল। এর ফলে বরকতপুর উন্নয়ন সংস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে এবং এলাকার উন্নয়নে অবদান রাখছে। *◀ শিখনফল-৩*

ক. বঙ্গবন্ধু কবে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন? ১

খ. প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা আলোচনা কর। ২

গ. উদ্দীপকের বিষয়ের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের যে বিষয়ের মিল রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বরকতপুর উন্নয়ন সংস্থার নিয়মনীতির মতো ৭২ সালের সংবিধানের মাধ্যমে জাতির আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে- উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

খ সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা (১৯৭৩-১৯৭৮) ১৯৭৩ সালের ১ জুলাই থেকে কার্যকর হয়।
নবীন রাষ্ট্র হিসেবে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে বঙ্গবন্ধুর সরকার পরিকল্পনা কমিশন গঠন করে। এ কমিশনের মাধ্যমে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন, দারিদ্র্য হ্রাস, প্রবৃদ্ধির হার ৩% থেকে ৫.৫% এ উন্নীত করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ পরিকল্পনায় খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং ক্রমান্বয়ে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করার উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়।

গ উদ্দীপকের বিষয়ের সাথে পাঠ্যবইতে আলোচিত ১৯৭২ সালের বাংলাদেশের সংবিধানের মিল রয়েছে।
বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সরকার ১৯৭২ সালের ২৩ মার্চ 'গণপরিষদ আদেশ' জারি করে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের নিয়ে গণপরিষদ গঠন করা হয়। বাংলাদেশের জন্য সংবিধান প্রণয়নই ছিল গণপরিষদের একমাত্র কাজ। উদ্দীপকে দেখা যায়, বরকতপুর উন্নয়ন সংস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কিছু নিয়মনীতি তৈরি করা হয়। একইভাবে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের পর বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সংবিধান রচনার জন্য গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল। ড. কামাল হোসেনকে আহবায়ক করে দ্রুত সময়ে সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের জন্য ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। ১১ অক্টোবরের মধ্যে কমিটি চূড়ান্তভাবে খসড়া সংবিধান প্রণয়ন শেষ করে। দীর্ঘ সময় ধরে আলাপ-আলোচনার পর ৪ নভেম্বর সংবিধান বিল গণপরিষদে পাস হয়। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর প্রথম বিজয় দিবসে সংবিধান কার্যকর হয়। এ সংবিধানে ১টি প্রস্তাবনা, ১১টি ভাগ, ১৫৩টি অনুচ্ছেদ এবং ৪টি তফসিল ছিল। উদ্দীপকের বরকতপুর উন্নয়ন সংস্থার নিয়মনীতির ক্ষেত্রেও এ ধরনের ভাগ লক্ষ করা যায়। এছাড়া বরকতপুর উন্নয়ন সংস্থার নিয়মনীতির মতো বাংলাদেশের সংবিধানেও বিভিন্ন বিষয়কে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন- ১ম ভাগে প্রজাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ, ২য় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ ইত্যাদি।
উপর্যুক্ত তুলনামূলক আলোচনায় সুস্পষ্টভাবেই বোঝা যায়, উদ্দীপকের বরকতপুর উন্নয়ন সংস্থার নিয়মনীতি প্রণয়ন ও বৈশিষ্ট্যের সাথে বাংলাদেশ সংবিধান রচনার পটভূমি ও বিভিন্ন ভাগের মিল রয়েছে।

ঘ বরকতপুর উন্নয়ন সংস্থার নিয়মনীতির মতো ১৯৭২ সালের সংবিধানের মাধ্যমেও জাতির আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে— উক্তিটি যথার্থ।
দীর্ঘ সময় পরাধীন থাকার পর ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে আবির্ভূত হয়। এরপর দেশের জন্য একটি সংবিধান রচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের শাসন পরিচালনার জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন করা হয়। এ সংবিধানের মাধ্যমে বাংলার মানুষের নাগরিক অধিকার বাস্তবায়িত হয়। উদ্দীপকের লিখিত নিয়মনীতিগুলো যেমনভাবে বরকতপুর উন্নয়ন সংস্থাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং এলাকার উন্নয়নে অবদান রাখছে, তেমনিভাবে ১৯৭২ সালের সংবিধানে মহান মুক্তিযুদ্ধে জনগণের বীরত্বপূর্ণ লড়াই, অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রীয় চরিত্র, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশ শাসন, শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য স্থির, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার সমুন্নত রাখা, আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে পূর্ণ অঙ্গীকার এবং সংবিধানের প্রাধান্য ইত্যাদি বিষয় সুস্পষ্টভাবে থাকায় সদ্য স্বাধীন দেশের জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে।
উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, ১৯৭২ সালের সংবিধান ছিল বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় উন্নতমানের এবং সুলিখিত দলিল, যার মাধ্যমে সরকার কর্তৃক জনগণের কাছে দেওয়া সকল প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন ঘটেছে।

প্রশ্ন ▶৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী তাহেরা শাহবাগের পাবলিক লাইব্রেরীতে গিয়ে একটি বই পড়ে। তাহেরা বইটি পড়ে জানতে পারে যে, এটি শহিদের রক্তে লিখিত এবং এটি সমগ্র জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে চিরকাল বেঁচে থাকবে। তাছাড়া তাহেরা কিছু অধিকারের কথা জানতে পারে যা তাকে অধিকার সচেতন করে তোলে।

◀ শিখনফল- ৩

ক. জাতীয় শোক দিবস কোন তারিখে? ১
খ. দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে তোমার পঠিত কোন বিষয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায়? উক্ত বিষয়টি রচনার পটভূমি বিশ্লেষণ কর। ৩
ঘ. 'উক্ত বিষয়ের বৈশিষ্ট্যগুলো অত্যন্ত সুস্পষ্ট'— মতামত দাও। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতীয় শোক দিবস ১৫ আগস্ট তারিখে।

খ শিক্ষার উন্নয়নে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধুর পদক্ষেপগুলো ছিল অনন্য। বিজ্ঞানী ড. মুহাম্মদ কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই তিনি শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। তাছাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে সরকারিকরণ করেন ও সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করেন।

গ উদ্দীপকে আমার পঠিত স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের বিষয়টির ইঙ্গিত পাওয়া যায়।
বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্য সরকার ১৯৭২ সালের ২৩ মার্চ 'গণপরিষদ আদেশ' জারি করে। এই আদেশটি ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে কার্যকর করা হয়। গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল। দ্রুততম সময়ের মধ্যে সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। ড. কামাল হোসেন এই কমিটির আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করেন। কমিটি ১৯৭২ সালের ১১ অক্টোবরের মধ্যে খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কাজ শেষ করেন। ১৯ অক্টোবর থেকে সংবিধান সম্পর্কে গণপরিষদে সাধারণ আলোচনা শুরু হয়। দীর্ঘ সময় ধরে আলাপ-আলোচনার পর ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর 'সংবিধান বিল' গণপরিষদে পাস হয়। অতঃপর ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর প্রথম বিজয় দিবস থেকে সংবিধান কার্যকর হয়।
উদ্দীপকের তাহেরা বই পড়ে জানতে পারে, 'এটি শহিদের রক্তে লিখিত, এটি সমগ্র জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক হয়ে বেঁচে থাকবে।' এটা ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তব্য, যা তিনি সংবিধানকে কেন্দ্র করেই দিয়েছিলেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকের উক্ত বিষয় অর্থাৎ বাংলাদেশ সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলো অত্যন্ত সুস্পষ্ট।
বাংলাদেশের সংবিধান একটি লিখিত দলিল। এ সংবিধান বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় রচিত। তবে বাংলাকে মূল ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন হলো বাংলাদেশের

সংবিধান। সংবিধানে ঘোষণা করা হয়েছে যে, প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। বাংলাদেশের সংবিধানকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। সংবিধানের প্রস্তাবনায় রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে চারটি আদর্শকে গ্রহণ করা হয়েছে। যথা— জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা। বাংলাদেশের সংবিধান নাগরিকের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করেছে। এই সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ হবে একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে সারা দেশের প্রশাসন পরিচালিত হবে। বাংলাদেশ সংবিধানে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। এই ব্যবস্থায় মন্ত্রিপরিষদকে সংসদের নিকট দায়ী থাকতে হয়। বাংলাদেশের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয়। এই সংবিধান পরিবর্তন করতে হলে সংসদের মোট দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোট প্রয়োজন হয়। এছাড়াও বাংলাদেশের সংবিধানে স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো পর্যালোচনা করে বলা যায়, বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট এবং উত্তম।

প্রশ্ন ▶ ৪ ইভা গার্মেন্টসের সিকিউরিটি সার্ভিসের বহিষ্কৃত ও জুনিয়র কিছু কর্মকর্তা মিলে গার্মেন্টসের মালিককে হত্যা করে। তার পরিবারের কোনো সদস্য যাতে ভবিষ্যতে এর মালিকানা দাবি করতে না পারে সেজন্য পরিবারের সকল সদস্যকে হত্যা করে। পরিচালনা পরিষদের একজনকে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্বে বসায়। পরিচালনা পরিষদের যাদেরকে বশীভূত করতে পারেনি তাদের বন্দী করে। বন্দী অবস্থায় বিশিষ্ট কয়েকজনকে হত্যা করে।

◀ শিখনফল- ৫

ক. জিয়াউর রহমান কবে রাষ্ট্রপতির পদ দখল করেন? ১

খ. কর্নেল আবু তাহেরকে কেন ফাঁসি দেওয়া হয়? ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনাটি বাংলাদেশের কোন মর্মান্তিক ঘটনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? তা দেখাও। ৩

ঘ. ইভা গার্মেন্টেসের ঘটনার মতো একজন বিশ্বস্ত সহযোগী বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিশ্বাসঘাতকতা করে- ব্যাখ্যা করো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক জিয়াউর রহমান ১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল বলপূর্বক আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রপতির পদ দখল করেন।

খ সেনাবিদ্রোহ ও রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে কর্নেল (অব.) আবু তাহেরকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

১৯৭৫ সালের ২৪ নভেম্বর কর্নেল (অব.) আবু তাহেরকে ৭ নভেম্বর সংঘটিত সেনাবিদ্রোহ ও রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ এনে গ্রেফতার করা হয়। ব্যাপক নিরাপত্তার মধ্যে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বিশেষ সামরিক ট্রাইব্যুনালে তাহেরের গোপন বিচার কাজ শেষ হয়। এই ট্রাইব্যুনাল তাহেরকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রদান করে। প্রহসনের বিচারের রায় অনুযায়ী ১৯৭৬ সালের ২১ জুলাই কর্নেল তাহেরের ফাঁসি কার্যকর হয়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনাটির সাথে বাংলাদেশে সংঘটিত ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারের নির্মম হত্যাকাণ্ডের মিল রয়েছে।

১৫ আগস্ট, ১৯৭৫ বাংলাদেশের ইতিহাসে কলঙ্কময় একটি দিন। ঘাতকরা এই দিন জাতির পিতা ও তার পরিবারের সদস্যদের নির্মম ও নৃশংসভাবে হত্যা করে। বর্বর হত্যাযজ্ঞে মেতে ওঠা খুনিরা ছিল সেনাবাহিনীর বিপথগামী কিছু সদস্য, পর্দার অন্তরালে ছিল সামরিক ও বেসামরিক ষড়যন্ত্রকারীরা। বঙ্গবন্ধু ছিলেন একজন জনপ্রিয় নেতা। তার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে জাতি যখন শক্ত ভিত তৈরি করছিল, ঠিক তখনই তার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে তাকেসহ তার পুরো পরিবারের সদস্যদের হত্যা করা হয়। ঘাতকরা বঙ্গবন্ধু এবং তার পরিবারের সবাইকে হত্যা করেছিল বাঙালি জাতিকে নেতৃত্ব শূন্য করার লক্ষ্যে।

উদ্দীপকে লক্ষণীয়, ইভা গার্মেন্টসের সিকিউরিটি সার্ভিসের বহিষ্কৃত ও জুনিয়র কিছু কর্মকর্তা মিলে গার্মেন্টসের মালিককে হত্যা করে। এমনকি তার পরিবারের কোনো সদস্য যাতে ভবিষ্যতে এর মালিকানা দাবি করতে না পারে সেজন্য পরিবারের সকলকে হত্যা করে। যা ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের সদস্যদের হত্যাকাণ্ডের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের ঘটনাটি বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের হত্যাকাণ্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকের ইভা গার্মেন্টসের ঘটনার মতো বঙ্গবন্ধুর একজন বিশ্বস্ত সহযোগী অর্থাৎ খন্দকার মোশতাক আহমদ বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিশ্বাসঘাতকতা করে।

বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে চরম নৈরাজ্যকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। খুনি চক্রের সহায়তায় খন্দকার মোশতাক রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে। বঙ্গবন্ধুর হত্যার সঙ্গে দেশি-বিদেশি চক্র এবং সামরিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ জড়িত ছিলেন। কিন্তু খুনিচক্রের নেতৃত্বে ছিলেন খন্দকার মোশতাক আহমদ। এমন নির্মম হত্যাকাণ্ডের নজির বিশ্ব ইতিহাসে নেই বললেই চলে।

বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে আমরা বিশ্বের চোখে কৃতঘ্ন জাতিতে পরিণত হয়েছি। আজও প্রতি ক্ষেত্রে আমরা বঙ্গবন্ধুর মতো নেতার অভাব অনুভব করি। বঙ্গবন্ধুর কৃতিত্ব মুছে ফেলার চেষ্টা করলেও তা কোনো দিনই সম্ভব নয়। বস্তুত বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে খন্দকার মোশতাক আহমদ বিশ্বের বুকে আমাদের একটি কৃতঘ্ন জাতিতে পরিণত করে গেছে।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, খন্দকার মোশতাকের মতো বিশ্বাসঘাতক আমাদের ইতিহাসে কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সূচনা করে গেছে।

প্রশ্নব্যাংক

➤ উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶ ৫ দেশ গঠনের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়। সর্বপ্রথম যে কাজটি করতে হয় তা হলো একটি দেশের সর্বোচ্চ আইন যা তৈরি করতে পাকিস্তান সরকারের সময় লেগেছিল নয় বছর আর বাংলাদেশের মাত্র ১০ মাস। *◀ শিখনফল-৩ [সাফিউদ্দিন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, গাজীপুর]*

ক. বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস কবে? ১

খ. সংসদীয় পদ্ধতির সরকারব্যবস্থা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে কীসের কথা বলা হয়েছে? এর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখো। ৩

ঘ. এছাড়াও দেশ পুনর্গঠনের বিভিন্ন দিকগুলো কী ছিল? ব্যাখ্যা কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস ১০ জানুয়ারি।

খ যে শাসন ব্যবস্থায় মন্ত্রিপরিষদ তার কাজের জন্য সংসদের নিকট দায়ী থাকেন তাকে সংসদীয় পদ্ধতির সরকারব্যবস্থা বলে। এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি নামেমাত্র প্রধান। রাষ্ট্রের সব নির্বাহী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার হাতে ন্যস্ত থাকে।

সুপার টিপ্‌স: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাখ্যা কর।

ঘ দেশ পুনর্গঠনে বঙ্গবন্ধুর অবদান বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ▶৬ সড়ক নম্বর ১১, বাড়ি নম্বর ১০, তিন তলা ছোট বাড়ি। গাছপালার ছায়াঘেরা, সাদামাটা। এক সময় এ বাড়ি বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামের স্মৃতিকাগারে পরিণত হয়। আবার এই বাড়িতেই ঘটে ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাযজ্ঞ। ১৯৭৫ সালে ভোররাতে এ বাড়ি আক্রমণ করে বিপথগামী একদল উচ্চবিলাসী সেনা কর্মকর্তা। তারা নির্মমভাবে এ জাতির সবচেয়ে বড় নেতাকে সপরিবারে হত্যা করে। *◀ শিখনফল- ৪*

ক. কত তারিখে প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা কার্যকর হয়? ১

খ. স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা কেমন ছিল? ২

গ. উদ্দীপকে কোন মহান নেতার কথা বলা হয়েছে? রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতির প্রবর্তনে উক্ত নেতার ভূমিকা উল্লেখ করো। ৩

ঘ. উক্ত নেতার বলিষ্ঠ ও আপষহীন নেতৃত্বে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি— মূল্যায়ন করো। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা (১৯৭৩-১৯৭৮) কার্যকর হয় ১৯৭৩ সালের ১ জুলাই।

খ পাকবাহিনী পরিকল্পিতভাবেই যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস করে। ২৭৪টি ছোট-বড় সড়ক সেতু ও ৩০০টি রেলসেতু তারা ধ্বংস করেছে। তারা রেলওয়ে ইঞ্জিন, বগি ও রেললাইনের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। মাইন পুঁতে রাখার কারণে নৌবন্দরগুলো ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। ফলে বলা যায় যে, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত নাজুক।

সুপার টিপ্‌স: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতি প্রবর্তনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।

ঘ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বঙ্গবন্ধুর অবদান বিশ্লেষণ করো।

➤ অনুশীলনের জন্য আরও প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶৭ রাজকীয় এক বিমানে চড়ে মহান এক নেতা নিজ দেশে ফিরলেন। দেশের জন্য জীবন বাজি রেখে আন্দোলন-সংগ্রামে নেতৃত্ব দেয়ার কারণে জাতি তাকে ভালোবাসায় সিক্ত করল। অবিসংবাদিত এ নেতাকে অভূতপূর্ব অভিনন্দন জানাল লাখো জনতা। *◀ শিখনফল-১*

ক. বঙ্গবন্ধু কবে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন? ১

খ. প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে যে মহান নেতার নিজ দেশে ফেরার তথ্য ফুটে উঠেছে তার ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. এ মহান নেতা দেশে ফিরেই সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। উক্ত সরকার ব্যবস্থা বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন ▶৮ সাইজার একজন মহান নেতার বিভিন্ন বক্তব্য সংগ্রহ করেছে। তার মনে হয়েছে এসব বক্তব্য ছিল নীতি নির্ধারিত। এক বক্তব্যে মহান নেতা বাংলাদেশকে ইউরোপের একটি দেশের মতো গড়ে তোলার কথা বলেছেন। সাইজার মনে করে, মহান নেতার এই বক্তব্যে বাংলাদেশের একটি নীতির প্রকাশ পেয়েছে। *◀ শিখনফল-৪ [কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড আন্তঃ স্কুল, কুমিল্লা]*

ক. মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস বঙ্গবন্ধু কোথায় বন্দি ছিলেন? ১

খ. ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের মহান নেতার বক্তব্যের দ্বারা সাইজার বাংলাদেশের কোন নীতির প্রতি ইঙ্গিত করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. স্বাধীনতা পরবর্তী সরকার কীভাবে এই নীতি বাস্তবায়ন করে? বিশ্লেষণ কর। ৪

নিজেকে যাচাই করি

সৃজনশীল বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সময়: ৩০ মিনিট; মান-৩০

১. বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি কোনটি?
ক সমাজতন্ত্র খ সাম্প্রদায়িকতা
গ গণতন্ত্র ঘ অসাম্প্রদায়িকতা

২. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ কত মাস স্থায়ী হয়েছিল?
ক ৭ মাস খ ৯ মাস
গ ১১ মাস ঘ ১৩ মাস

৩. বাংলাদেশ কীভাবে স্বাধীন হয়?
ক নয় মাস যুদ্ধের মাধ্যমে
খ এগার মাস যুদ্ধের মাধ্যমে
গ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপের মাধ্যমে
ঘ রাজাকারদের মাধ্যমে

৪. বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে কত সালে?
ক ১৯৭০ খ ১৯৭১
গ ১৯৭২ ঘ ১৯৭৩

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
দেশ স্বাধীনের পর মহান নেতা দেশে ফিরলেন। তাকে জানানো হলো অভূতপূর্ব অভিনন্দন। এক বিশাল জনসভায় তিনি রাষ্ট্রের মূলনীতি ঘোষণা করলেন।

৫. অনুচ্ছেদের কোন নেতার প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে?
ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
খ সৈয়দ নজরুল ইসলাম
গ তাজউদ্দিন আহমদ
ঘ মনসুর আলী

৬. উক্ত নেতা রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে ঘোষণা করেন–
i. গণতন্ত্র
ii. ধনিকতন্ত্র
iii. সমাজতন্ত্র
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৭. বঙ্গবন্ধুকে ১৯৭৫ সালের কত তারিখে হত্যা করা হয়?
ক ১৩ আগস্ট খ ১৪ আগস্ট
গ ১৫ আগস্ট ঘ ১৬ আগস্ট

৮. পাকিস্তান বাহিনীর নীতি ছিল কোনটি?
ক পোড়ামাটি
খ ভাগ কর শাসন কর
গ বৈষম্যহীন ঘ স্বদেশত্যাগ

৯. বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস হয় কখন?
ক ১৯৭০ সালে খ ১৯৭১ সালে
গ ১৯৭২ সালে ঘ ১৯৭৩ সালে

১০. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন কার নির্দেশে গঠিত হয়?
ক জিয়াউর রহমান-এর
খ ফজলুল হক-এর
গ সোহরাওয়ার্দী-এর
ঘ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর

১১. ঢাকার সাথে চট্টগ্রাম, সিলেট, যশোর ও কুমিল্লার বিমান যোগাযোগ কার্যকর হয় কত সালে?
ক ১৯৭২-এর ৭ মার্চ
খ ১৯৭৩-এর ৭ মার্চ
গ ১৯৭৪-এর ৭ মার্চ
ঘ ১৯৭৫-এর ৭ মার্চ

১২. বাংলাদেশে কোন সরকার প্রধানের সময়ে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবিধান প্রণীত হয়?
ক জিয়াউর রহমান
খ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
গ তাজউদ্দিন আহমদ
ঘ সোহরাওয়ার্দী

১৩. বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা কেমন?
ক অসীম
খ সামান্য
গ নামে মাত্র প্রধান
ঘ প্রধানমন্ত্রীর সমতুল্য

১৪. সংবিধানে উল্লেখ রয়েছে–
i. সংবিধান সংশোধনের কথা
ii. নির্বাচনের কথা
iii. নৈতিক অধিকারের কথা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫. তুহিন বাংলাদেশের নাগরিক। তার দেশের পররাষ্ট্রনীতি কোন ধরনের?
ক জোটভিত্তিক খ সম্প্রদায়ভিত্তিক
গ জোট নিরপেক্ষ ঘ সাম্রাজ্যবাদ

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ১৬ ও ১৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
একটি দেশে বিভিন্ন ধর্মের লোকের বাস। তারা যথেষ্ট আনন্দ উদ্দীপনায় নিজ নিজ ধর্মীয় উৎসব পালন করে। দেশের সকল নাগরিকই সব প্রধান ধর্মীয় উৎসবে সরকারি ছুটি ভোগ করে ও আনন্দে শরিক হন। তবে রাষ্ট্র কোন বিশেষ ধর্মানুসারীদের পৃষ্ঠপোষকতা দেয় না।

১৬. উদ্দীপকে উল্লেখিত দেশে ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশ সংবিধানের কোন বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে?
ক গণতন্ত্র খ সমাজতন্ত্র
গ জাতীয়তাবাদ ঘ ধর্মনিরপেক্ষতা

১৭. উক্ত বৈশিষ্ট্য নাগরিকত্বের কী দেয়?
ক সামাজিক স্বাধীনতা
খ সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা
গ ধর্মীয় স্বাধীনতা
ঘ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা

১৮. বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ দলের সাধারণ সম্পাদক কে ছিলেন?
ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
খ এম. মনসুর আলী
গ আবু সাঈদ চৌধুরী
ঘ তাজউদ্দিন আহমদ

১৯. ১৫ আগস্ট বর্বর হত্যাযজ্ঞে মেতে উঠেছিল কারা?
ক সেনাবাহিনীর বিপথগামী সদস্য
খ মন্ত্রী পরিষদের কিছু সদস্য
গ বিরোধী দলের কিছু সদস্য
ঘ বিপথগামী কিছু প্রবাসী

২০. সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হলো–
i. রাষ্ট্রপতির অসীম ক্ষমতা
ii. প্রধানমন্ত্রীর অসীম ক্ষমতা
iii. একক রাজনৈতিক দল গঠন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২১. ১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডে মৃত্যু হয়–
i. আব্দুল নঈমের
ii. শেখ ফজলুল হক মনির
iii. শেখ নাসেরের
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২২. বঙ্গবন্ধু সংগ্রাম করেছেন কেন?
ক ক্ষমতা দখলের জন্য
খ বীরত্ব প্রকাশের জন্য
গ দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য
ঘ সম্পদের মালিক হওয়ার জন্য

২৩. বাংলাদেশ জাতিসংঘের কততম সদস্য দেশ?
ক ১৩২তম খ ১৩৪তম
গ ১৩৬তম ঘ ১৮৩তম

২৪. সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তন করা হয় কীভাবে?
ক ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে
খ ১ম সংশোধনীর মাধ্যমে
গ ২য় সংশোধনীর মাধ্যমে
ঘ ৩য় সংশোধনীর মাধ্যমে

২৫. আমাদের দেশের সংবিধান কীরূপ?
ক লিখিত খ অলিখিত
গ সুপরিবর্তনীয় ঘ অপরিবর্তনীয়

২৬. গণপরিষদের একমাত্র কাজ ছিল কোনটি?
ক নির্বাচন পরিচালনা খ সরকার গঠন
গ সংবিধান প্রণয়ন ঘ পাঁচসালা পরিকল্পনা প্রণয়ন

২৭. আমরা বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার সুইজারল্যান্ড হিসেবে গড়ে তুলতে চাই— কথাটি কে বলেছেন?
ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
খ শেখ হাসিনা
গ জিয়াউর রহমান
ঘ খালেদা জিয়া

২৮. ১৯৭১ সালে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি—
i. দীর্ঘ সংগ্রামের বিনিময়ে
ii. ত্যাগের বিনিময়ে
iii. অনেক রক্তের বিনিময়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৯ ও ৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
সিহাব তার বাবার সাথে শেরে বাংলা নগর বেড়াতে গেল। তার বাবা তাকে জাতীয় সংসদ ভবন দেখিয়ে বললেন যে, এখানে সংবিধান তৈরি হয় এবং এ সংবিধান প্রথম তৈরি হয়েছিল মহান নেতা বঙ্গবন্ধুর সময়ে। এতে মানুষের মৌলিক অধিকার থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির উল্লেখ করা হয়েছে।

২৯. সিহাবের বাবা কোন বিষয়ের বর্ণনা করেছেন?
ক জাতীয় সংসদের খ সংবিধানের
গ বঙ্গবন্ধুর
ঘ মৌলিক অধিকারের

৩০. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত মূলনীতিগুলো হলো—
i. গণতন্ত্র
ii. সমাজতন্ত্র
iii. ধর্মনিরপেক্ষতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন

সময়: ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট; মান-৭০

১.▶ শিশির টিভিতে একটি প্রামাণ্যচিত্র দেখছে। এতে দেখাচ্ছে যে, সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত একটি দেশের প্রধান নেতা বিদেশি কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ভিন্ন একটি দেশ হয়ে নিজ দেশে ফিরে আসেন। বিমান বন্দর থেকে একটি ময়দান পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ জনতা উপস্থিত হয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানায়।

ক. বঙ্গবন্ধুর শাসনকাল কত সময় পর্যন্ত ছিল? ১
খ. প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা আলোচনা কর। ২
গ. শিশিরের দেখা প্রামাণ্যচিত্রে বাংলাদেশের কোন ঘটনার প্রতিফলন হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত নেতা দেশে ফিরে কীভাবে সরকার প্রধান নির্বাচিত হন? বিশ্লেষণ করো। ৪

২.▶ বাংলাদেশের একজন মহীয়ান নেতা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মানুষের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। তার নেতৃত্বে এ দেশে স্বাধীনতার সংগ্রাম সংঘটিত হয়েছিল এবং আমরা স্বাধীন হয়েছিলাম। স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত এদেশের পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের কঠিন দায়িত্ব নিয়ে তিনি কাজ শুরু করেন। কিন্তু নিষ্ঠুর নিয়তির কী নির্মম পরিহাস! 'আমাকে কোনো বাঙালি মারবে না'—যে মানুষটি গর্ব করে এই কথাটি বলতেন তাকেই কী না নির্মমভাবে হত্যা করা হলো সপরিবারে।

ক. অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি হয় কত তারিখে? ১
খ. কৃষিব্যবস্থার উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিলেন কেন? ২
গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের যে মহীয়ান নেতার কথা বলা হয়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে তার পদক্ষেপগুলো ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দেশ পরিচালনার জন্য তিনি জাতিকে একটি সুন্দর সংবিধান উপহার দিয়েছিলেন—তুমি কি এই বক্তব্যের সাথে একমত? তোমার মতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩.▶ 'দেশের শত্রু খুনিরা সব প্রাণ কেড়েছে তার
কিন্তু তারই জিত হয়েছে, খুনির হল হার'।

ক. ১৯৭৫ সালের কোন দিনটি বাংলাদেশের ইতিহাসে কলঙ্কময় একটি দিন ছিল? ১
খ. বাংলাদেশের সংবিধান কীভাবে সংশোধন করা হয়? ২
গ. কবিতার দুটি লাইনে বাংলাদেশের কোন ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'উক্ত ঘটনাটি বাংলাদেশের ইতিহাসে এক কলঙ্কময় অধ্যায় রচনা করেছে'- উক্তিটির সত্যতা যাচাই কর। ৪

৪.▶ সাইজার একজন মহান নেতার বিভিন্ন বক্তব্য সংগ্রহ করেছে। তার মনে হয়েছে এসব বক্তব্য ছিল নীতি নির্ধারিত। এক বক্তব্যে মহান নেতা বাংলাদেশকে ইউরোপের একটি দেশের মতো গড়ে তোলার কথা বলেছেন। সাইজার মনে করে, মহান নেতার এই বক্তব্যে বাংলাদেশের একটি নীতির প্রকাশ পেয়েছে।

ক. মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস বঙ্গবন্ধু কোথায় বন্দি ছিলেন? ১
খ. ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের মহান নেতার বক্তব্যের দ্বারা সাইজার বাংলাদেশের কোন নীতির প্রতি ইঙ্গিত করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. স্বাধীনতা পরবর্তী সরকার কীভাবে এই নীতি বাস্তবায়ন করে? বিশ্লেষণ কর। ৪

৫.▶ দিনটি ছিল ১৯৭৫ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি। ওয়াশিংটন ডিসিতে বৈঠকে বসেছিলেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো। তারা বলছিলেন, বাংলাদেশে অল্প কিছুদিনের মধ্যে সেনা অভ্যুত্থান সংঘটিত হতে যাচ্ছে। সত্যি সত্যি তার ৬ মাসের মধ্যে এদেশে একটি বড় ধরনের অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছিল। আর জাতি এ ঘটনায় হারিয়েছিল হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালিকে। মহান এই নেতার সুদীপ্ত মুখখানি আজও আমাদের প্রেরণা যোগায়, বাঁচতে শেখায় স্বাধীনভাবে।

ক. ঢাকা-লন্ডন রুটে প্রথম ফ্লাইট কত তারিখে চালু হয়? ১
খ. সড়ক, রেল ও বিমান যোগাযোগের উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ভূমিকা কেমন ছিল? ২
গ. উদ্দীপকে কোন মহান নেতার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? তার শাসনকালীন সময়ে দেশের সার্বিক অবস্থা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দেশ পুনর্গঠন ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে উক্ত নেতার ভূমিকা ছিল অপরিসীম— তুমি কি এ বক্তব্যের সঙ্গে একমত? তোমার মতামত উপস্থাপন কর। ৪

৬.▶ বুকের ভেতর হঠাৎ তীব্র মোচড়। ধানমন্ডির ৩২নং সড়কের ৬৭৭ নম্বর বাড়িতে পা রাখতেই অনুভূতিটা চেপে বসে। বর্তমানে সড়ক নম্বর ১১, বাড়ি নম্বর ১০, তিন তলার ছোট্ট বাড়ি। গাছপালার ছায়াঘেরা, সাদামাটা। এক সময় এ বাড়ি বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামের সূতিকাগারে পরিণত হয়। আবার এই বাড়িতেই ঘটে ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাযজ্ঞ। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোররাতে এ বাড়ি আক্রমণ করে বিপথগামী একদল উচ্চাভিলাষী সেনা কর্মকর্তা। তারা নির্মমভাবে এই মহান নেতাকে সপরিবারে হত্যা করে।

ক. 'যতকাল রবে পদ্মা, যমুনা, গৌরী, মেঘনা বহমান' এটি কোন কবির পংক্তি? ১
খ. '১৯৭২ সালের সংবিধানের একটি মূলনীতি সমাজতন্ত্র'— ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের কোন মহানায়কের বাড়ির ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে? বাংলাদেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে উক্ত নেতার দলের অবস্থান ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বাংলাদেশের অস্তিত্ব ও উন্নয়ন নিশ্চিত করতে উক্ত নেতার পররাষ্ট্র নীতির ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ— বিশ্লেষণ কর। ৪

৭.▶ যুদ্ধ বিধ্বস্ত সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত রাষ্ট্র 'ব'। প্রশাসন, ভৌত অবকাঠামো সবকিছুই বিপর্যস্ত। পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের কঠিন দায়িত্ব নিয়ে কাজ শুরু করে সরকার। বিভিন্ন সংস্থার সহায়তায় জনগণের মধ্যে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়। বিভিন্ন রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠান খাদ্য, কাপড়, ঔষধ এমনকি বাড়িঘর নির্মাণ সামগ্রী উদার হস্তে দান করে 'ব' রাষ্ট্রের পুনর্গঠনে সহায়তা করে। দেশটির শাসকের অক্লান্ত পরিশ্রম, ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও সুপরিকল্পনার কারণে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দেশটিতে উন্নয়নের ছোঁয়া পরিলক্ষিত হয়।

ক. ১৯৭২ সালের সংবিধানের কোন ভাগে সংবিধান সংশোধনের বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে? ১
খ. সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ কী ধরনের পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করে? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'ব' রাষ্ট্রের অবস্থার সাথে তোমার পঠিত কোন রাষ্ট্রের মিল লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের শেষ বাক্যটি কি উক্ত রাষ্ট্রের বেলায়ও প্রযোজ্য? মতামত দাও। ৪

৮.▶ ঐতিহাসিক রেসকোর্সের কথা বাংলার প্রতিটি মানুষ জানে। কারণ এখানে একটি ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন জাতির মহানায়ক। মহানায়কের এ ভাষণ শুনে দেশের সকল স্তরের মানুষ স্বাধীনতার জন্য পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়। দেশ স্বাধীন হয়। তবে বড় ধরনের একটি অভ্যুত্থানে জাতি হারিয়েছে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালিকে।

ক. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে কয়টি আসন লাভ করে? ১
খ. স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা কেমন ছিল? ২
গ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত ভাষণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তবে বড় ধরনের একটি অভ্যুত্থানে জাতি হারিয়েছে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালিকে- এ উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

৯.▶ 'একটি কবিতা লেখা হবে,
তার জন্য কী ব্যাকুল প্রতীক্ষা মানুষের!
কখন আসবে কবি? কখন আসবে কবি?
অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন।
গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তাঁর অমর কবিতাখানি;
'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'
সেই থেকে স্বাধীনতা শব্দটি আমাদের।'

ক. বাংলাদেশ জাতিসংঘের কততম সদস্য? ১
খ. সংবিধানের বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে কবি বলতে যে মহান নেতাকে বোঝানো হয়েছে তার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ঘটনাটি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বাংলাদেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে উক্ত মহান নেতার ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৪

১০.▶ একটি দেশের দুটি অংশের দূরত্ব হাজার মাইলেরও বেশি। সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে পূর্ব অংশের নেতার দল জয়লাভ করে। কিন্তু পশ্চিমাংশের শাসক গোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তর না করে পূর্ব অংশের মানুষের উপর অত্যাচার নির্যাতন চালায়। অবশেষে দুই অংশের মধ্যে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পূর্ব অংশের জয়লাভের মধ্যে দিয়ে তা স্বাধীন হয়ে যায়। এর একটি সংবিধান প্রণয়ন করা হয় যার একটি প্রস্তাবনা, ১১টি ভাগ, ১৫৩টি অনুচ্ছেদ এবং চারটি তফসিল ছিল। এতে বিচার বিভাগ, নির্বাচন ইত্যাদি আলাদা অধ্যায়ে সংযোজিত হয়।

ক. স্বাধীন বাংলাদেশে কত সালে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়? ১
খ. প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে তোমার পাঠ্যবইয়ে আলোচ্য যে সংবিধানের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে তার পটভূমি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'গ' এর উত্তরের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ কর। ৪

১১.▶ সেলিম সাহেব মুক্তারপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। চেয়ারম্যান হয়ে তিনি বহু কালভার্ট নির্মাণ করেন। অনেক সড়ক ও রাস্তা নির্মাণ করেন। তাদের আত্রাই নদীতে ব্রীজ নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাই করেন।

ক. বঙ্গবন্ধু স্কুলের কতজন শিক্ষকের চাকরি সরকারি করেন? ১
খ. বাকশাল কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের মতো স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলার উক্ত ক্ষেত্রে কীভাবে উন্নয়ন করা হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, উল্লিখিত ক্ষেত্রটি স্বাধীনতা পরবর্তী সরকারের একমাত্র উন্নয়ন ক্ষেত্র নয়? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

সৃজনশীল বহুনির্বাচনি | মডেল প্রশ্নপত্রের উত্তর

১	ঘ	২	খ	৩	ক	৪	খ	৫	ক	৬	গ	৭	গ	৮	ক	৯	ঘ	১০	ঘ	১১	ক	১২	খ	১৩	গ	১৪	ক	১৫	গ
১৬	ঘ	১৭	গ	১৮	খ	১৯	ক	২০	খ	২১	ঘ	২২	গ	২৩	গ	২৪	ক	২৫	ক	২৬	গ	২৭	ক	২৮	ঘ	২৯	খ	৩০	ঘ